দৈনিক খবর

তারিখ 18 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

মেয়াদ শেষ হবার আগেই সাইন বোর্ডটি খুলে নেয়া হল

● নজরুল ইসলাম মিঠু ● নিয়মিত ট্যাক্স পরিশোধ করা সত্ত্বেও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড মেয়াদ শেষ হবার আগেই খুলে নিয়ে গেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন অবাধে লটকানোর অনুমতি দেয়া হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ সিটি কর্পোরেশনের কিছু কর্মকর্তার কাজ বলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অভিযোগ করেছেন।

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ডঃ মালিকা সায়েন্স ইনস্টিটিউটের একটি ৩৬' x ৪' পরিমাপের সাইন বোর্ড জরুরী বিদ্যুতের একটি গাড়ীতে আসা ৮/১০ জন সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিচয়দানকারী খুলে নিয়ে গেছে। উপরোক্ত পরিমাপের সাইন বোর্ডটির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতি বর্গফুট ১৫ টাকা হারে দু'হাজার একশ' ৬০ টাকা পরিশোধ করে আসছিল। সাত মসজিদ সড়ক ও ধানমন্ডি ৭/এ নম্বর রোডের সংযোগস্থলে এ সাইন বোর্ডটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদনক্রমে লটকানোহয়েছিল।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যে সকল শর্তাধীনে সাইন বোর্ডটি লাগানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল তার কোন শর্তই অমান্য করা হয়নি। এছাড়া ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের জুনমাস পর্যন্ত সকল প্রকার পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে সিটি কর্পোরেশনের পাওনা বাবদ সমুদয় টাকা পরিশোধকরেছে।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, ধানমন্ডি ৭/এ নম্বর রোডের একজন প্রতিবেশী সম্প্রতি এ সাইন বোর্ডটির ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের কাছে তার ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা জানিয়ে এক আবেদন করলে সিটি কর্পোরেশন সাইন বোর্ডটির পারমিশন বাতিল করে দেয়। পরে ৩১শে ডিসেম্বর '৯২ পর্যন্ত তিন মাসের জন্য তা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হলেও সিটি কর্পোরেশন এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়নি। মেয়াদ শেষ হবার পরপরই সিটি কর্পোরেশন বিনা নোটিশে সাইন বোর্ডটি খুলে নিয়ে যায়। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে এ ব্যাপারে যাবতীয় কর পরিশোধকরেছে।

কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ মালিকা-আল-রাজী এক বিবৃতিতে কলেজের স্বার্থে সাইন বোর্ডটি পুনঃস্থাপনের অনুমতি দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানিয়েছেন।